26

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 01 OCT 1995
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

কম্পিউটারে পরীক্ষার ফলাফল ঃ অনেকেই নাখোশ, তাই গাছাড়া ভাব

রেজানুর রহমান ।। কম্পিউটারের মাধ্যমে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে দেশের ৪টি শিক্ষা বোর্ড আশানুরূপ সহযোগিতা পাইতেছে না। কম্পিউটার পদ্ধতি চালু হওয়ায় নূতন নূতন নিয়ম জারি হইয়াছে। কাজের ধরন পাল্টাইয়া গিয়াছে। পরীক্ষা গ্রহণ হইতে শুরু করিয়া ফলাফল প্রস্তুত করা পর্যন্ত আধুনিক ব্যবস্থা। কিন্তু এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট অনেকেরই আন্তরিকতা নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গাছাড়া ভাব। কখনও ভুল-ভ্রান্তি হইলে দোষ চাপানো হয় কম্পিউ-

(১১শ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

কম্পিউটারে

(১ম পৃঃ পর)

টারের উপর। অথচ সম্প্রতি প্রকাশিত ঢাকা বোর্ডের ১৯৯৫ সালের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে ৩৮ নম্বরের জটিলতার জন্য দোষী সনাক্ত করা হয়াছে ৪জন বিশিষ্ট শিক্ষককে তাহারা মডারেটরের দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ঢাকা বোর্ডের একজন কর্মকর্তা বলেন, কম্পিউটার পদ্ধতিতে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের ব্যাপারটি নিখুত করার জন্য পরীক্ষা গ্রহণ হইতে শুরু করিয়া নম্বর পত্র প্রদান পর্যন্ত অত্যন্ত সচেতনতার দরকার। পরীক্ষার পরপরই খাতার 'কভার পেজের' উপরের অংশ ছিঁড়িয়া ঢাকায় কেন্দ্রীয় কম্পিউটার কেন্দ্রে পাঠানো হয়। এই অংশে পরীক্ষার্থীর নাম উল্লেখ থাকে। খাতার অপর দুইটি অংশ সহ পরীক্ষকের নিকট পাঠানো হয়। পরীক্ষক খাতা দেখার পর প্রধান পরীক্ষকের নিকট খাতা পাঠান। প্রধান পরীক্ষক খাতা নিরীক্ষা করার পর খাতা বোর্ডে পাঠানো হয়। এই পর্যায়ে খাতার কভার পেজের দ্বিতীয় অংশ বোর্ড হইতে কম্পিউটার কেন্দ্রে পাঠানো হয়। কম্পিউটার কেন্দ্র খাতার কভার পেজের প্রথম এবং দ্বিতীয় অংশ স্ক্যান করিয়া ফলাফল প্রস্তুত করে।

একটি সূত্রের মতে ফলাফল প্রকাশের নূতন নিয়ম আধুনিক হইলেও এই ব্যাপারে এখনও সকল শিক্ষক কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ পান নাই। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অন্য একজন কর্মকর্তা জানান, ফলাফল প্রকাশের পুরাতন পদ্ধতিতে নানা ধরনের অনিয়ম হইয়াছে। তখন প্রধান পরীক্ষকের খোঁজে অনেকেই ছুটিতেন। এখন এই প্রবণতা হ্রাস পাইয়াছে। পরীক্ষকদের জানার সুযোগ নাই কোন স্কুল অথবা কলেজের পরীক্ষার্থীর খাতা তিনি দেখিতেছেন। ইতিপূর্বে অর্থের বিনিময়ে পরীক্ষারফলাফল পাল্টানোর নানা প্রকার অনিয়ম হইয়াছে। বোর্ডের কিছু অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারী এই প্রক্রিয়ায় কখনও কখনও জড়িত হইতেন। ফলাফল পাল্টানোর একটি চক্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। কম্পিউটার পদ্ধতি চালু হওয়ায় এই চক্র নাযেহাল হইয়া পড়িয়াছে। কম্পিউটারকে দোষী করার চেষ্টা করিতেছে।

এদিকে ঢাকা বোর্ডের ইংরেজী দ্বিতীয় পত্রের নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষায় 'খ' সেটের ৩৮ নম্বর জটিলতায় জড়িত রাজশাহী কলেজের প্রিন্সিপাল প্রফেসর এএসএম মোশাররফ, কুষ্টিয়ার চাঁদ সুলতানা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা আসমা বেগম, পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের ইংরেজী বিভাগের শিক্ষক সোলায়মান মিয়া এবং পাবনার কাশিনাথপুর আবদুল লতিফ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ ফজলুল হকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার সুপারিশ করা হইয়াছে।

ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মঈজ উদ্দিন আহমেদ বলেন, পরীক্ষার ফলাফল প্রস্তুতের ক্ষেত্রে কম্পিউটার কখনই দায়ী নয়। মানুষের ভুলের কারণেই সমস্যা হইয়াছে। ১৯৯৫ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় ফলাফল প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে যেন কোন ত্রুটি না হয় তাহার চেষ্টা করা হইতেছে। আশা করা যায়, অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ অথবা নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা যাইবে।